
একক ১৩ □ ইউনিভার্সাল ডেসিমল ক্লাসিফিকেশন

গঠন

- ১৩.১ প্রস্তাবনা
- ১৩.২ মূলনীতি
- ১৩.৩ গঠন
- ১৩.৪ সাংকেতিক চিহ্ন
- ১৩.৫ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ : রূপরেখা
 - ১৩.৫.১ সাধারণ সহায়িকা
 - ১৩.৫.২ বিশেষ (সহায়িকা) উপবিভাগ
- ১৩.৬ আন্তর্জাতিক মধ্যম সংস্করণ
 - ১৩.৬.১ সহায়ক উপবিভাগ
 - ১৩.৬.২ নিবেশ
 - ১৩.৬.৩ সমান্তরাল বিভাজন
- ১৩.৭ ফাইলিং অর্ডার
- ১৩.৮ বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা
- ১৩.৯ ই.ডি.সি-র প্রচলন
- ১৩.১০ প্রতিপালন ও পরিমার্জন
- ১৩.১১ মূল্যায়ন
- ১৩.১২ অনুশীলনী
- ১৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ প্রস্তাবনা

ডিউই ডেসিমল ক্লাসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইউনিভার্সাল ডেসিমল ক্লাসিফিকেশনের, যার সংক্ষিপ্ত নাম ইউডিসি। বই ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সমুদয় রচনার অর্থাৎ প্রকাশনা জগতের সমস্ত কিছুকে তালিকাবদ্ধ করে বিশ্বজনীন এক গ্রন্থপঞ্জির বর্ণীকৃত নির্দেশিকা সংকলনের প্রয়োজনে ইউডিসি-র উদ্ভব। এই পদ্ধতির সূচনা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ব্রাসেলে। উদ্যোক্তা ছিল ইন্সটিটিউট ইন্টারন্যাশনাল দ্য বিবলিওগ্রাফি, সংক্ষেপে আই আই বি। পরে এই প্রতিষ্ঠানটি যথাক্রমে ইন্সটিটিউট ইন্টারন্যাশনাল দ্য ডকুমেন্টেশন, সংক্ষেপে আই আই ডি ও ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য ডকুমেন্টেশন, সংক্ষেপে এফ আই ডি রূপে নামান্তরিত হয়। ১৮৯৬ সালে ইনফরমেশন কথাটি এই আই ডি-র সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সম্পর্কে পল অত্লেত ও হেনরী লা ফাঁতে নামক দুই বেলজিয়ামবাসীর অবদান স্মরণীয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের দ্য ফ্লোরেন্স এই দুই আইনজীবীর প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু আশ্চর্য, আইন এঁদের পরস্পরকে কাছে টানেনি। এঁরা কাছাকাছি এসেছিলেন বিবলিওগ্রাফির আকর্ষণে। অত্লেত ও ফাঁতের যৌথ প্রচেষ্টায় ডাকা হল এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিল আই আই বি, আর এক অভিনব প্রচেষ্টা রেপোর্টের বিবলিওগ্রাফিক ইউনিভার্সেল, সংক্ষেপে আর বি ইউ। প্রয়োজন দেখা দিল বর্ণীকরণের। পথের সন্ধান এনে দিলেন মেলভিল ডিউই। কিন্তু সারা ইউরোপ তখনও

তাঁকে গ্রহণ করেনি। সুদূর আমেরিকা থেকে ডিডিসির পঞ্চম সংস্করণের কপি আনা হল। কিন্তু দেখা গেল, এ বর্গীকরণ পদ্ধতি গ্রন্থাগারে বই সাজানোর উপযুক্ত হলেও প্রস্তুত বিবলিওগ্রাফির প্রয়োজন মেটাতে না। ব্যক্তির সঙ্গে জাতির তথা পরিবেশের হারানো যোগ পুনঃস্থাপন করতে হলে তাকে বিশ্বমানস থেকে গ্রহণ করতে হবে যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানের ভান্ডারকে। তাই জন্ম নিল ইউ ডি সি। শুরু হল কর্মযজ্ঞ, গভীর উপলব্ধি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বিদ্রোহ। ফলস্বরূপ দু'মাসে চার লক্ষ নথির বর্গীকরণ। এ এক ম্যারাথন বর্গীকরণ। সেদিনের সেই বিবলিওগ্রাফির অকালমৃত্যু হলেও, ইউ ডি সি শুধু কলেবরেই বাড়েনি, সারা জগৎ জুড়ে স্থান করে নিয়েছে আপন শক্তি ও মহিমায়। ফরাসী ভাষায় প্রথম ইউডিসি প্রকাশিত হয় 1905 খ্রিস্টাব্দে। তখন তার নাম ছিল 'ম্যানুয়েল দু রেপোর্টের বিবলিওগ্রাফিক ইউনিভার্সেল। বছরের পর বছর এই বিশ্বজনীন বিবলিওগ্রাফি পরিত্যক্ত হয়েই পড়েছিল। কিন্তু বর্গীকরণ পদ্ধতি হিসেবে ইউডিসি সমাদৃত হতে থাকে। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ, মধ্যম ও সংক্ষিপ্ত আকারে এই তিনটি সংস্করণ প্রচলিত আর অনূদিত হয়েছে একুশটি ভাষায়। অনূদিত সংস্করণের সবগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। ইংরেজি সংস্করণের অংশবিশেষই প্রকাশিত হয়েছে। এই স্কীমটি এখন টিকিয়ে রেখেছে ইউডিসিসি। সাম্প্রতিকতার চাহিদা মেটাবার পক্ষে এ পদ্ধতি কিছুটা মন্থরতার শিকার। কারণ পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজ চলে অতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

১৩.২ মূলনীতি

ইউডিসি ডিউই-র পদ্ধতির প্রধান প্রধান শ্রেণী বা বর্গকে এবং উপবর্গগুলিকে অনুসরণ করেছে। ফলে ডিডিসি-র মতো ইউডিসি-ও সর্বাঙ্গিক এক সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। বিষয়ের উপবিভাগ করার সময় সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে যাত্রা করা হয়েছে। বিভাজনের সময় পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার নীতিই অনুসৃত হয়েছে যথাসম্ভব।

প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও পরবর্তী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইউডিসি ডিডিসি থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক দূরে সরে এসেছে। সর্বপ্রকারের জাতিগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার জন্য এর আশ্রয় চেষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। যদিও, এখন পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। ডিডিসি-র তুলনায় বিষয় সংশ্লেষণের নানাবিধ উপায়ের সংস্থান রাখা হয়েছে ব্যাপকতরভাবে।

বহু বছর ধরেই ইউডিসি বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আধুনিক তত্ত্ব গ্রহণে অনেক বেশি তৎপরতা দেখিয়েছে। ডিডিসি-র তুলনায় এ পদ্ধতি অনেক বেশি ফ্যাসেটবিন্যস্ত নীতিকে অনুসরণ করেছে। বহু ক্ষেত্রেই বিষয় এবং ধারণার রাজ্যে সমন্বয় এবং সংশ্লেষণের পথ ধরে ইউডিসি এগিয়ে চলেছে। অনেক সহায়ক উপকরণও উদ্ভূত হয়েছে। রূপ, কাল এবং স্থান ঘটিত সহায়িকাগুলি সব শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে। সারণির কোনো অংশে বিশেষ সহায়িকা ব্যবহৃত হয়েছে। যোগ বা স্ট্রিক চিহ্নগুলির সাহায্যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিষয়সমূহের সংযুক্তিকরণও সম্ভব।

১৩.৩ গঠন

মূলগত কাঠামোর দিক থেকে ইউডিসি ডিউই-র পদ্ধতি দুর্বলতাগুলি অনিবার্যভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। বছরের পর বছর ধরে মূল পদ্ধতিটিকে বজায় রেখে সংশোধন ও মৌল সমস্যার সমাধানের চেষ্ঠা চলেছে। জ্ঞানের ও প্রকাশনার সীমা ক্রমসম্প্রসারণশীল। কাজেই অবিরতই চলেছে এই বর্গীকরণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ। সাম্প্রতিক কালে পুনর্বিদ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ভাষাবর্গকে সাহিত্যবর্গের মধ্যে এনে স্থান

দেওয়া। এতে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সুবিন্যস্ত হয়েছে আর ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত আছে ভাষাবর্গের শূন্যস্থানটি। মূল শ্রেণীগুলি জ্ঞানের মৌলিক ভাগগুলিকেই নির্দেশ করে।

- ০ সাধারণ জ্ঞান
- ১ দর্শন, অধিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র
- ২ ধর্মসমূহ, ঈশ্বরতত্ত্ব
- ৩ সমাজবিজ্ঞান
- ৪ (আপাতত স্থানটি শূন্য) আগে ছিল ভাষাতত্ত্ব
- ৫ গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানসমূহ
- ৬ ফলিত বিজ্ঞান, ভেষজ তত্ত্ব, প্রযুক্তিবিদ্যা
- ৭ শিল্প, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা
- ৮ ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য (আগে ছিল শুধু সাহিত্য)
- ৯ ভূগোল, জীবনী, ইতিহাস

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 1961 সালের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ভাষাবর্গের স্থানান্তর ঘটেছে।

১৩.৪ সাংকেতিক চিহ্ন

ইউডিসি ভিত্তি হিসাবে যে ডিডিসিকে গ্রহণ করেছে তা অকারণে নয়। ডিডিসি-র সাংকেতিক চিহ্নগুলি ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা, এগুলি যেমন সরল তেমনি সম্প্রসারণ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। দশমিক পদ্ধতিও অনুসৃত। অবশ্য ইউডিসি ভিত্তি সংখ্যা হিসেবে তিন অঙ্কের রাশিকে বর্জন করেছে। অর্থাৎ ইউডিসি শূন্য (০)-কে সম্পূর্ণক হিসেবে ব্যবহার করেনি। যেমন, ধর্ম বলতে 200-র বদলে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু 2। বিভাগ ও উপবিভাগসমূহকে নির্দেশ হিসেবে স্বতন্ত্র সংখ্যাই গুরুত্ব পায়। যেমন, 63 কৃষিকার্য, 633 ক্ষেত্রজাত শস্য। তিনটি অঙ্কের পরে বসানো হয় একটি বিন্দু।

বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ইউ ডি সি ব্যক্ত করতে বেশি সক্ষম। ফ্যাসেট নির্দেশক ও প্রতীক ব্যবহার দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছে। আর এর দ্বারা বর্গসংখ্যার অংশগুলিকেও চিনে নেওয়া সম্ভব হয়। এগুলির সাংখ্যমান অব্যস্ত বা অন্যান্যকর্মের চিহ্নমাত্র। সাধারণ সহায়কগুলি (Common Auxiliaries) সমস্ত সারণি জুড়েই প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে ডিডিসি-র চেয়ে ইউডিসি চিহ্নগত সংশ্লেষণের সুযোগ করে নিয়েছে অনেক বেশি। ইউডিসি-র সাংকেতিক চিহ্ন যেমন ক্রমপর্যায়ী তেমনি প্রকাশক্ষমও বটে আবার স্মৃতিসহায়ক গুণেও সে সমৃদ্ধ।

১৩.৫ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ : রূপরেখা

ইংরেজিতে ইউডিসি-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় 1948, আর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1961 খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন। মানক সংখ্যা হল BS 1000A : 1961, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটির মানক সংখ্যা BS 1000। সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বহুল প্রচলিত। সম্পূর্ণ পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা স্থান

পেয়েছে ছাব্বিশের পৃষ্ঠায়। মুখ্য উপবিভাগসমূহের উপস্থাপনায় পৃষ্ঠাটি স্মরণীয় হয়ে গেছে। যেমন, 3 হল সমাজবিজ্ঞান। তার উপবিভাগগুলি হল :

- ৩০ সাধারণ
- ৩১ পরিসংখ্যান
- ৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান
- ৩৩ অর্থনীতি
- ইত্যাদি।

৫ হল প্রকৃতিবিজ্ঞান। এর অধীনস্থ উপবিভাগ হল :

- ৫১ গণিত
- ৫২ জ্যোতির্বিজ্ঞান
- ৫৩ পদার্থবিদ্যা
- ইত্যাদি।

দশ থেকে পঁচিশ পৃষ্ঠায় আছে সহায়িকা ছকগুলি। ইউডিসি-র মূল সারণিকে ভিত্তি করে আলোচনায় অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, ডিডিসি-র সঙ্গে তুলনা খুব একটা সঙ্গত ব্যাপার নয়। ইউডিসি-র সহায়িকার মধ্যেই সংশ্লেষণী উপায়ের নির্দেশ নিহিত। এই সহায়িকাগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; সাধারণ সহায়িকা (Common auxiliaries) এবং বিশেষ সহায়িকা (Special auxiliaries)। সাধারণ সহায়িকা মূল সারণির যে-কোনো স্থানেই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বিশেষ সহায়িকাগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের পরিবাহী। বস্তুত এই সহায়িকাগুলি সাধারণ ফ্যাসেট এবং ফ্যাসেট-নির্দেশক ছাড়া অন্য কিছু নয়। ডিডিসি যেখানে নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা ভারাক্রান্ত সেখানে ইউডিসি কিছুটা স্বচ্ছন্দ-বিহারী হয়ে সংশ্লেষণের কাজকে চারুত্বমণ্ডিত করে তুলতে পারে। কোনো কোনো সহায়িকা ব্যবহার অবশ্য সীমিত, তবে অন্যদের ব্যবহারে বিমুক্ততার ক্ষেত্রও কম নয়।

১৩.৫.১ সাধারণ সহায়িকা

মূল সারণিতে সাধারণ সহায়িকাগুলির ক্রম নিম্নরূপ :

(a) সংযোজন এবং ক্রমান্বয়ী সম্প্রসারণ (Addition and consecutive extension sign) চিহ্নগুলি হল যথাক্রমে + (যোগচিহ্ন) এবং / (স্ট্রোক চিহ্ন)।

স্ক্রীমমের মধ্যে পৃথক অথচ প্রায়শই আনুষঙ্গিক দুটি বিষয়ের সংযুক্তিকরণের জন্য যোগচিহ্ন (+) ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য এরকম ব্যবহারকে খুব একটা উৎসাহিত করা হয়নি, কারণ এতে নির্দেশিকা তৈরির কাজে দেখা দেয় বিশেষ ধরনের অসুবিধে। যেমন, পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা 539.1 + 621.039।

ক্রমান্বয়ী সংখ্যাগুলির সংযুক্তিকরণের জন্য স্ট্রোক (/) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন,

$$\text{খ্রিস্টধর্ম } (22 + 23 + \dots 28) 22/28$$

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা 5/6

(b) সম্পর্কের চিহ্ন (Relation sign) : []

কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান 31 : 63

ইম্পাতের উপর উদ্ভাপ প্রয়োগ 621.785 : 669.14

একই মূলবর্গের বিভিন্ন ফ্যাসেট থেকে নেওয়া অনেকগুলি ফোসির সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন,

গৃহমধ্যবর্তী উদ্ভিদের ভাইরাস ঘটিত ব্যাধি 635.965 : 632.38

মোট কথা, এই কৌশল অবলম্বন করে ইউডিসি-তে যে-কোনো বর্গকেই সারণির অন্য যে-কোনো প্রাসঙ্গিক অংশের সাহায্যে উপবিভক্ত করা সম্ভব। মিশ্র বিষয়ের ক্ষেত্রে এরকম করার প্রয়োজন প্রায়শই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন,

এশিয়ার ভেষজভূগোল 911.3 : 61(5)

ভেষজ ধারণাটি হল 61। তারপর তাকে যোগ করা হল কোলন চিহ্ন দিয়ে 911.3 অর্থাৎ মানবভূগোলের সঙ্গে। সাধারণ স্থানিক সহায়িকা থেকে নেওয়া হল 5 অর্থাৎ এশিয়া। 911-তে অবশ্য একটি নির্দেশ আছে। তাতে বলা হয়েছে অবশিষ্ট বর্গসমূহ দ্বারা এই বর্গকে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইউডিসি-তে উপবিভাগ তৈরির অবাধ স্বাধীনতা। যে-কোনো বর্গকেই সারণির যে-কোনো প্রাসঙ্গিক অংশ দিয়ে বিভাজনের কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। আর কোলন চিহ্ন হল সর্বউদ্দেশ্য-সংসাদক ফ্যাসেট নির্দেশক, পরিধি যার পরিব্যাপ্ত।

ইউডিসি-তে কোলনকে পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase relation) নির্দেশের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন,

শিরোনাম : ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ

বিষয় বিশ্লেষণ : ভূগোল / সাধারণ সম্পর্ক / ইতিহাস

91 : 93

শিরোনাম : নবজাগরণ যুগের শিল্পকলার উপর ধর্মের প্রভাব

বিষয় বিশ্লেষণ : শিল্পকলা/নবজাগরণ/ প্রভাবিত/ধর্ম

7.034 : 2

ইউডিসি-তে তৃতীয় বন্ধনী (Square bracket) ব্যবহৃত হয়েছে অধীন সম্পর্ক বোঝাতে। যেমন,

উৎপাদনের পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ 338[31]

উৎপাদনের অর্থনীতি হল 338

পরিসংখ্যান হল 31

(c) ভাষা সম্বন্ধীয় সাধারণ সহায়িকার জন্য ব্যবহৃত হয়— সমান চিহ্ন = (Equals) ভাষার সারণি হইতে সাংকেতিক চিহ্ন এই সাধারণ ফ্যাসেটের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোনোও বিষয়ের অংশকে না বুঝিয়ে বরং বইয়ের বিবরণের অংশবিশেষকে বোঝাতে হলেই এই চিহ্নটি প্রযুক্ত হয়। যেমন,

ইংরেজি ভাষায় লিখিত ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভিধান

61 (038) = 20 = 50

61	চিকিৎসাবিজ্ঞান
038	অভিধান
20	ইংরেজি ভাষা
50	ইতালীর ভাষা

রবার এবং প্লাস্টিক বিষয়ক রাশিয়ান-ইংলিশ অভিধান

678 (038) = 82 = 20

(d) রূপমাধ্যমের সাধারণ সহায়কার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে যে চিহ্নটি সেটি হল (0...) প্রথম বন্ধনীর মধ্যে শূন্য (Brackets nought)। সারণির মধ্যে রূপমাধ্যম ঘটিত সাধারণ ছকটি এগারো পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। সারণির মধ্যে বহু পরিসরই ব্যয়িত উপস্থাপনার বিচিত্র রূপমাধ্যমকে বিশদ করার কাজে। যেমন,

(048)	সারায়ন
(083)	সূত্র

বাহিরাজিক রূপমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

(086.4)	ভূ-গোলক ও উচ্চাবচ মানচিত্র
(086.7)	গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ

মনন প্রধান রূপমাধ্যমের অবতারণাও লক্ষিত হয়। যেমন,

(091) ঐতিহাসিক উপস্থাপনা

শিরোনাম : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডাইরেকটরি

বিষয় বিশ্লেষণ : ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল/ডাইরেকটরি

624 (058.7)

শিরোনাম : মনোবিজ্ঞানের অভিধান

বিষয় বিশ্লেষণ : মনোবিজ্ঞান/অভিধান

159.9(03)

একই পদ বিষয়-ধারণাকে যেমন বিশদ করছে তেমনি করছে রূপমাধ্যমের ধারণাকেও কাজেই এই দুয়ের পার্থক্য নিরূপণে সতর্কতা অভিপ্রত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একখানি গ্রন্থের শিরোনাম আলোচনা করা যেতে পারে। হয়তো গ্রন্থখানির নাম ‘সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস’। এর সাংকেতিক চিহ্ন হল 05 (091)। ‘সাময়িক পত্রিকা’ পদটি যখন গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্দেশ করতে যায় অর্থাৎ বিষয় ধারণার দিক থেকে গ্রন্থখানি আসবে 05-এ অর্থাৎ সাধারণী বর্গে। ‘ইতিহাস’ হল রূপমাধ্যমের ধারণা। ঐতিহাসিক উপস্থাপনা পর্যায়ে সাধারণ সহায়িকা (091) রয়েছে।

‘ইতিহাসের অভিধান’ গ্রন্থখানির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। এখানে ‘ইতিহাস’ হল বিষয় ধারণা আর

‘অভিধান’ হল রূপমাধ্যমের ধারণা। অতএব সাংকেতিক চিহ্ন হল 93(03)। রূপমাধ্যমের ফ্যাসেটটি মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও ঐতিহাসিক উপস্থাপনার জন্য (091)-এর ব্যবহার সাধারণ ইতিহাস (091) এবং কালরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ইতিহাসের মধ্যে বিভেদকে অনিবার্য করে তোলে। যেমন,

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস 53 (091)

উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞান 53 “18”

(e) স্থান সঙ্ক্ষীয় সাধারণ সহায়িকার জন্য নির্দিষ্ট হল (1/9) লঘু বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা অর্থাৎ Parenthesis। রাজনৈতিক দিক থেকে স্থানিক বিভাগ ছাড়াও অন্য কতকগুলি স্থানিক উপফ্যাসেটও এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে উপযোগিতার বিচারে এটি প্রশংসিত হতে পারে স্বচ্ছন্দেই। প্রাথমিক ফ্যাসেট হিসাবেও এগুলির ব্যবহার চলতে পারে। যদিও এন্ট্রির মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্য এরকম হতে পারে তখনই যখন সহায়িকা এবং ভূগোলের সংখ্যা একসাথে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক বুঝাতে বন্ধনীর মধ্যে কোলন (:) চিহ্নের ব্যবহারও এখানে অপ্রশস্ত নয়। যেমন,

ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 327 (44 : 540)

ভারতের রেলপথ 385 (540)

আমেরিকায় কয়লা খনি-খনন 622.33 (73)

(f) জাতি ও জাতীয়তা সঙ্ক্ষীয় সাধারণ সহায়িকার চিহ্ন (=) বন্ধনীর মধ্যে সমান চিহ্ন (Brackets equals)। ভাষা সঙ্ক্ষীয় সাধারণ সহায়িকার উপর এই সহায়িকার ভিত্তি। তাছাড়া, ভাষাতত্ত্বের মূল সারণি থেকেও সাহায্য নেওয়া সম্ভব। তবে এ ফ্যাসেটের প্রয়োগ অন্যান্যগুলির তুলনায় সীমাবদ্ধ। যেমন,

জার্মানীদের মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 624 (=3)

(g) কালসঙ্ক্ষীয় সাধারণ সহায়িকার চিহ্ন “...” উল্লেখিত চিহ্ন (Inverted commas)। এটি উল্লিখিত সারণির বাইরে পৃষ্ঠায়। তারিখ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, তদুপরি সময়ের অন্যান্য দিকগুলিও তালিকাবদ্ধ। এখানে কাল ফ্যাসেট সম্পূর্ণ নমনীয়। সেই কারণে খুবই উপযোগী এবং অন্য যেকোনো বর্গীকরণ পদ্ধতির চেয়ে উন্নততর। ইউডিসি-তে তারিখ নির্দেশিত হয় সাংখ্য পদ্ধতিতে। যেমন,

2004 সালের বড়োদিন “2004 12.25” (সাল-মাস-তারিখ)

সাপ্তাহিক পত্রিকা 25 “53”

শতাব্দী বোঝাতে রাশির প্রথম দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীর কালগত-ধারণাকে প্রকাশ করা হয় “17” সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে। অতএব,

বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য 820 “19”

উনবিংশ শতাব্দীর ভেষজ 61 “18”

একবিংশ শতাব্দীতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 624 “20” কালের অন্যান্য উপবিভাগগুলি যেমন ঋতু, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট—এই ছকে সংকেতিত। সূর্যোদয় হল “414.21”।

(h) বর্ণানুক্রমিক ও সংখ্যানুক্রমিক উপবিভাগ [Alphabetical and (non decimal) numerical

subdivision] কখনও কখনও ব্যক্তি বা বস্তুর নামোল্লেখ উপযোগী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিবচক ও বস্তুবচক এইসব সংখ্যা ব্যবহারে অবশ্যই সতর্কতা কাম্য। অন্যথায় এইসব সংখ্যার সঙ্গে উপবিভাগ সূচক সংখ্যার ভিন্নতা অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কোনো কোনোও বর্গের ক্ষেত্রে অভীষ্ট ধারণা প্রকাশ করার জন্য ইউডিসি-তে কিছু বাচিক নির্দেশ আছে। যদি যথাযথ বলে বিবেচ্য হয় তাহলে কোনো সাংকেতিক চিহ্নের মাঝখানে ব্যক্তি নাম অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে কোনো লেখকের রচনাসমূহের সুবিন্যাস প্রয়োজন সেখানে এই ব্যবস্থা যথেষ্টই সুবিধাজনক। যেমন, 802—2—“15” Shakespeare 7 Hamlet 03 = 30 সাহিত্য—ইংরেজি—নাটক—ষোড়শ শতক—শেকসপিয়ার—বিশেষ রচনা—হ্যামলেট—জার্মানে অনূদিত। লেখকের নাম অনেক সংক্ষেপিত হতে পারে। যেমন ‘Shakespeare’ বদলে ‘Shak’ বসানো যেতে পারে।

লর্ড বায়রনের কবিতামালা 820.1 BY RON

চার্লস ডিকেন্সের রচনাবলী 820 DICKENS

ডিউই-র উনবিংশ সংস্করণ 025.45 DC 19

(i) দৃষ্টিকোণের সাধারণ সহায়কসমূহ .00.. বিন্দু শূন্য শূন্য (Point nought nought) এই ছকটি যেখানে প্রয়োজন সেখানেই সমস্ত সারণি জুড়ে ব্যবহৃত হতে পারে।

.001 তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

.002 উৎপাদন রূপায়ণ

.003 অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

.007 কর্মীবৃন্দের দৃষ্টিকোণ

.009 নৈতিক দৃষ্টিকোণ

যেমন, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 624.003 দৃষ্টিকোণ পর্যায়ে সাম্প্রতিক সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 1961 সালের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাওয়া যাবে না। লেখকের দৃষ্টিকোণ সংক্রান্ত সংখ্যা অর্থাৎ 000.0/9—এই উদাহরণটির কথা এই সূত্রে স্মরণীয়। যেমন,

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বন্দ্ববাদ 162.6.000.355.5

-0 হাইফেন শূন্যের ব্যবহার সাম্প্রতিক সংস্করণের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

-0 অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গ উদাহরণটি এই মর্মে একমাত্র উদাহরণ। 1961 সালের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এই ফ্যাসেটটিকে ও অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সেই থেকে একে সাধারণ সহায়ক সারণিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যেমন,

পুরুষ গ্রন্থাগারিক 02-0551

১৩.৫.২ বিশেষ (সহায়িকা) উপবিভাগ [Special (auxiliary) Subdivision]

মুখ্য ছকগুলির মধ্যেই বিশেষ সহায়িকাসমূহকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলি যে বর্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেখানেই মাত্র ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই এদের বিশেষ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। সারণির মধ্যে

এই সহায়িকাসমূহের সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বর্গের মধ্যে এদের প্রয়োগ দেখে অনুমান করে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ 3 অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান বর্গের বর্ণনাটি ছত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখে নেওয়া যেতে পারে। দেখা যাবে 3 বর্গের ব্যক্তি ফ্যাসেটের কথা বিন্যস্ত রয়েছে 3-05 অংশে। প্রয়োজনমতো এই সহায়িকাটির সমগ্র 3 বর্গ জুড়েই প্রযুক্ত হতে পারে। উপবিভাগসমূহের মধ্যে এগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় না। যেমন,

যুবসম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্ব/যুবসম্প্রদায়

301—053.7

মুসলমান স্থাপত্য 72.0333.3

72 হল স্থাপত্যবর্গ। কালপর্ব বা শিল্পীরীতির ফ্যাসেট রয়ে গেছে 7.03-এর বর্ণিত বিশেষ সহায়িকাতে। আর এর ব্যবহার 7 বর্গ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। [.033.3 হল মুসলমান শিল্পীরীতির জন্য নির্দিষ্ট সহায়িকা।]

A. হাইফেন (Hyphen)

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ হাইফেন হল ফ্যাসেটের অংশসূচক। যেমন,

দ্রব্যের আকার, রূপ, উৎপাদন ইত্যাদি 621-4

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপবন্ধ বোঝাতে গিয়েও হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ইংরেজি উপন্যাস 820-31

B.0 বিন্দুর পর শূন্য (Point nought) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন ফ্যাসেট রচনা করতে গিয়ে এই চিহ্নের কার্যকারিতা অসীম। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রায়োগিক ফ্যাসেট নির্দেশ করতে গিয়েও এই চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত। যেমন,

বৈদ্যুতিক সুইচের নির্মাণকৌশল 621.3.066

C. ' উর্ধ্বকমা (Apostrophe) বস্তুগত উপাদান বা সাংকেতিক চিহ্নগত সংশ্লেষণ ঘটাবার প্রয়োজন হলে উর্ধ্বকমার ব্যবহার প্রচলিত। এটির ব্যবহার 546 এবং 547 বর্গসংখ্যার দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন,

সোডিয়াম (রসায়ন)	546.33
ক্লোরিন	546.13
সোডিয়াম ক্লোরাইড	546.33'13
হ্যালোজেন	546.12
সোডিয়াম	546.33
সোডিয়াম হ্যালোজেন যৌগ	546.33'12

সহায়িকা ছকগুলির চিহ্নবৈচিত্র্য স্ভাবতই বর্গকারদের বিমূঢ় করে তোলে। বিশেষ করে শেল্ফ গ্রন্থবিন্যাসের ক্ষেত্রে। জটিল থেকে জটিলতর ক্ষেত্রে তারা চিহ্নের সৃষ্টি করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই পদ্ধতির সংকলকদের ধ্যানধারণায় শেল্ফে গ্রন্থবিন্যাসের সমস্যা গুরুত্বলাভ করেনি। বিবলিওগ্রাফির বর্গকৃত নির্দেশিকা

প্রণয়নই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা যে সাফল্যের তোরণদ্বারে এসে পৌঁছেছিলেন, সে কথা আজ অস্বীকার করা যায় না। পদ্ধতিটির জন্মসময়ের বিচারে সহায়িকা ছকগুলির উদ্ভাবন সত্যিই আজ আমাদের বিস্ময় উদ্বেক করে। বহুল ব্যবহৃত সহায়িকা ছকগুলির দ্বারা সাংকেতিক চিহ্নে রীতিবদ্ধ স্মৃতিসহায়িকা গুণেরও সমন্বয় ঘটেছে। যেমন,

(44) সর্বদাই ফ্রান্স

= 4 ইউডিসিতে ফরাসি ভাষা ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় না।

বর্তমান শতাব্দী বলতে বোঝানো হয় যে সাংকেতিক চিহ্নটি সেটি হল “20”।

পকেট ডিক্সনারি সর্বদাই (033)—এই রূপবন্ধের সংখ্যাটি গ্রহণ করে। .001 দিয়ে বোঝানো হয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। এইভাবে একই ধারণার ক্ষেত্রে একই সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার সারণি জুড়ে। তাই ইউডিসি সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে বর্গাকারে আমন্ত্রণী আকর্ষণ।

১৩.৬ আন্তর্জাতিক মধ্যম সংস্করণ (International Medium Edition)

ইউডিসি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াম এডিশন (BSI000M) এফ.আই.ডি-র সঙ্গে ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজি—তিনটি ভাষায় এটি বেরোনের কথা। তার মধ্যে জার্মান ও ইংরেজি সংস্করণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। যাট বছর এন্টি সমন্বিত দ্বিতীয় মধ্যম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 1993-এ।

ইংরেজি সংস্করণের দুটি অংশ :

প্রথম ভাগ—সিস্টেমেটিক টেবিল্‌স

দ্বিতীয় ভাগ—বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা

এই সংস্করণের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল :

ইউডিসি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে রয়েছে নয়টি সাধারণ সহায়িকা এবং তিনটি সহায়িকা ছক। সেক্ষেত্রে ইউডিসি (এম)-এ পাওয়া যাচ্ছে এগারোটি সাধারণ সহায়িকা ছক তদুপরি আছে ছক। (k)-03 উপাদানের সাধারণ সহায়ক এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ছক I(k)-05 সাধারণ সহায়ক। এখানে লক্ষ্যণীয় -05 বিভাগ সংক্ষিপ্ত সংস্করণের কোনো কোনো শ্রেণীতে বিশেষ সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণ সহায়ক উপবিভাগগুলি দু-ভাগে বিভাজ্য : স্বাধীন সহায়ক ও নির্ভরশীল সহায়ক ছক। ভাষা, রূপ, স্থান, জাতি ও কালের জন্য। (c) থেকে I(g) ছকগুলি স্বাধীন সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ একটি মানচিত্রের বর্ণীকরণ ক্ষেত্রে যদি কেবল স্থানগত দিকটিই প্রাধান্য পায় তাহলে ছক 1। (c) থেকে শুধু স্থান সহায়কের সাহায্যেই তা করা যায়।

নির্ভরশীল সহায়ক ছকটি সর্বদাই কোনও ইউডিসি সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। দৃষ্টিকোণ, উপাদান এবং ব্যক্তির জন্য 1(i) থেকে 1(k) এই প্রকারের অন্তর্গত। যেমন,

.00 দৃষ্টিকোণ : 622 খনন এবং 022.5 যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

-3 উপাদান : 033.5 কাচ, 683.512—033.5 কাচের বোতল

-5 ব্যক্তি : 294.3 বৌদ্ধ, বর্ম, 294.3-05 বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

ছক 1(h)-এর সাহায্যে UDC ব্যতিরেকে নোটেশন যোগ করা এবং এটিও নির্ভরশীল ছকেরই অন্তর্গত। কারণ তারকাচিহ্ন এবং বর্ণমালা ইউডিসি সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েও ব্যবহৃত হয়। তারকাচিহ্ন বর্ণীকরণ তালিকার কয়েকটি অংশে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

অরণ্য	630
	630*1 অরণ্যে পরিবেশগত কারণ
	630*4 অরণ্যে ক্ষতি ও সংরক্ষণ
	630*8 অরণ্য সম্পদ ও তার ব্যবহার

এখানে একটি কৌশল অনুসৃত হয়েছে সেটি হল তিনটি বিন্দু... 1/...9 সহায়ক যাকে বলা হয় অস্তিম সংখ্যা বা ফাইনাল ডিজিটস্। যেভাবে এগুলি তালিকাভুক্ত হয়েছে, সেভাবে কিন্তু এরা ব্যবহৃত হয় না। তিনটি বিন্দু বস্তুত একটি সংকেতমাত্র, যখন এর প্রয়োগ করা হয়, বিন্দুগুলি উঠে যায়, যাতে অস্তিম সংখ্যাগুলো অবশিষ্ট ক্লাস নাম্বারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

ডবল কোলনের (: :) ব্যবহার মধ্যম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক বোঝাতে এর ব্যবহার হয়। যেমন, যুদ্ধের আলোকচিত্র 77.044.: :355। এখানে 355 যুদ্ধকে আগে আনা যাবে না।

১৩.৬.১ সহায়ক উপবিভাগ

সহায়ক উপবিভাগের মধ্যে দুটি সাধারণ ভাগ আছে। স্বাধীন ও অন্য নির্ভর বা পরাধীন সহায়ক ছক। দুটিই যে-কোনো ইউডিসি নম্বরের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী বসানো যায়। অবশ্য স্বাধীন সহায়ক উপবিভাগগুলি স্বরূপ বজায় রেখেই সমগ্র বর্ণীকরণ সংখ্যাটিকে গড়ে তুলতে পারে। এই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ও পরাধীন সহায়ক উপবিভাগগুলি হল :

স্বাধীন	পরাদীন
ভাষা = 30 জার্মান ভাষা	624 = 30 সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জার্মান ভাষায় রচিত কোনো নথি
রূপমাধ্যম (0...) (043.2) 54 রসায়নের গবেষণামূলক প্রবন্ধ (থিসিস) অন্যান্য থিসিসের সঙ্গে	54 (043.2) রসায়নের নথির সঙ্গে
স্থান (1/9) 339.5.053 ইউ.এস.এ-র ট্রেড ব্যালান্স	339.5.053 (73) অর্থনীতি
জাতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধীয় (=...) (=9) 39 উত্তর আমেরিকার লোকাচার বিদ্যা	39 (=97) লোকাচার বিদ্যা
কাল "... "19" 785.7 বিংশ শতকের চেস্বার মিউজিক	785.7 "19" মিউজিক

পরাদীন বা নির্ভরশীল
দৃষ্টিকোণ .00
উপাদান—03
ব্যক্তি -05

সাধারণ সহায়ক উপবিভাগ হল :
622 মাইনিং এবং 022.5 যন্ত্রপাতি
প্রধান ছকের অধিকাংশ স্থানেই প্রযোজ্য।
যেমন 62-03 ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপাদান।
294.5 বৌদ্ধধর্ম
294.5-05 বৌদ্ধধর্মাবলম্বী

১৩.৬.২ নিবেশ (Intercalation)

ইউডিসি-তে ফ্যাসেটের উল্লেখক্রম নমনীয়। নিবেশ হল সংখ্যার মধ্যবর্তী স্থলে সহায়িকার সংস্থাপন। সাধারণ মূল সংখ্যার পূর্বে বা পরে বসে সহায়ক। ইউডিসি-তে এটি আবার মূল সংখ্যার মধ্যবর্তী অংশে নিবেশিত হতে পারে। এই পদ্ধতি মধ্যম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোনো কোনো সহায়ক মূল সংখ্যাটির মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে যৌগ তৈরি করে। যেমন,

622.341.1 (540) ভারতে লৌহ আকরিক খনন কার্য
622. (540). 341.1 খনন কার্য—ভারত—লৌহ আকর ফলত ক্রমটি এইভাবে হয়—
622 খনন কার্য
622 (540) খনন কার্য—ভারত
622 (540). 341.1 খনন কার্য—ভারত—লৌহ আকর
নিবেশ পদ্ধতিতে ফ্যাসেটের উল্লেখক্রম পরিবর্তিত হয়ে অধিকতর কার্যকরী ক্রমের সৃষ্টি হয়।

১৩.৬.৩ সমান্তরাল বিভাজন (Parallel Division)

সমান্তরাল বিভাজন বিশেষ সহায়ক বা স্পেশাল অক্সিলিয়ারির মতোই। একই সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট একটি প্রতীতিকে দ্যোতিত করা যায়। একেই বলা হয় সমান্তরাল বিভাজন। উপবিভাজনের ছকে এর চিহ্ন হল = 1 এর অর্থ হল এই চিহ্নের পূর্ববর্তী সংখ্যা দিয়ে পরবর্তী সাদৃশ্যে উপবিভাগ করা চলে। একটি সরল দৃষ্টান্তের কথাই ধরা যাক—

611 ‘অ্যানাটমি’ এর অংশবিশেষ 616 প্যাথোলজির সমান্তরাল। উভয়ই বিশেষ কোনো শরীরযন্ত্রে উপবিভক্ত হতে পারে। উভয় স্থানেই এই শরীরযন্ত্রের উল্লেখ শ্রমের অপচয় মাত্র। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি বিশদ করা যেতে পারে :

611.11/.4	≅616.11/.14
611.11	পেরিকার্ডিয়াম, এপিকার্ডিয়াম
.12	হাট ; এন্ডোকার্ডিয়াম, মাইফোকার্ডিয়াম
.13	আর্টারিস, অ্যাওটা
.14	ভেন্স

সমান্তরাল বিভাজনের এই কৌশলটি ইউডিসি-তে স্মৃতিসহায়ক বৈশিষ্ট্যরূপে সমাদৃত।

১৩.৭ ফাইলিং অর্ডার (Filing Order)

প্রতীকের সাংখ্যমূল্য বা ক্রমপর্যায় না থাকায় ফাইলিংয়ের জন্য একটি ক্রম নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইউডিসি-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণের (x) পৃষ্ঠায় ও মধ্যম সংস্করণে (xi) পৃষ্ঠায় এই ক্রম নির্দেশিত। বিন্যাস ক্রমের নীতিটি হল সাধারণ বা ব্যাপক থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে।

১৩.৮ বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা

সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নির্দেশিকাটি অতি উচ্চাঙ্গের, এবং সেই হেতু অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ। সম্পর্কিত বিষয়ের নির্দেশিকা হিসেবেই এর বিশিষ্টতা। এতে কুড়ি হাজারেরও বেশি সংলেখ স্থান পেয়েছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রসঙ্গ যখন আমরা এই নির্দেশিকায় পেয়ে যাই তখন সেটা নানা দিক থেকে হয়ে ওঠে সাহায্যকারক। স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তিনামের অন্তর্ভুক্তি এখানে স্বীকৃতি পায়নি। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াম সংস্করণের নির্দেশিকা কম্পিউটার দ্বারা তৈরি। আক্ষরিকভাবে বিন্যস্ত।

১৩.৯ ইউডিসি-র প্রচলন

ইউডিসি যে কতটা প্রচলিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে যে সংখ্যাটি মেলে তা হল, লক্ষাধিক। বিশেষ ধরনের লাইব্রেরিতে তার স্থান যেমন আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি বিজ্ঞানের মাধ্যমিক পত্রিকার ক্ষেত্রে ইউডিসি-র বর্গসংখ্যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। পৃথিবীর সর্বত্র এই পদ্ধতি জনপ্রিয়, তবে ইউরোপে এর জনপ্রিয়তা অসাধারণ।

১৩.১০ প্রতিপালন ও পরিমার্জন

ইউডিসি-র পরিমার্জনী প্রক্রিয়াটি যেমন সরলতার উৎস ছিল তেমনি দুর্বলতারও। নতুন সারণির খসড়া তৈরি করতেন ব্যবহারকারীরা। অবশ্য পরিমার্জনী প্রস্তাবগুলি সিসিসি (Central Classification Committee)-র বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত হত। কিন্তু যে নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজটি সাঙ্গা হত তা যথেষ্টই মন্দ এবং তেমন স্বচ্ছও ছিল না। নতুন কোনো প্রস্তাব সারণিতে স্থান পেতে লেগে যেত দশ বছর। ন্যূনপক্ষে দু'বছর তো বটেই। অথচ যেসব বিষয়ের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয়ে চলেছে সেখানে নতুন প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করার আগেই হারিয়ে ফেলত তার কার্যকারিতা। এসব সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত সংস্করণের (1961) সারণি সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে আশার বাণী এসেছে এক আন্তর্জাতিক মধ্যম সংস্করণ।

1991 সালের এফআইডি নিউজ বুলেটিন 41-এর 11 ও 12 নম্বরে ঘোষিত হয়েছিল যে, 1991 সালের অন্তিম লগ্ন থেকে বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সাল ডেসিম্‌ল ক্লাসিফিকেশনের দায়িত্ব গৃহীত হয়েছে নতুন একটি সংস্থার

দ্বারা। এই সংস্থার নাম ইউডিসি কনসর্টয়াম (ইউ ডি সি সি)। ইউডিসি কনসর্টয়াম সংস্থাপিত হওয়ার পর বিশ্বের অত্যাধুনিক বহুমুখী একটি বর্গীকরণ পদ্ধতি সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য পেয়ে গেল একটি শক্ত ভিত্তি। সাম্প্রতিককালের পরিমার্জনমূলক প্রস্তাবগুলি এর দ্বারা সহজেই কার্যে রূপায়িত হচ্ছে। এফ আই ডি ইউডিসির গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ করেছে ইউডিসিসি-কে।

সাম্প্রতিক এই ব্যবস্থায় ইউডিসি পেল এক মহত্তম কাজের দায়িত্ব। বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে এবার ইউডিসিসি ইউডিসিকে বিশ্বের সমস্ত বর্গীকরণ বিশারদ ও বর্গকারদের প্রয়োজন মেটাতে বন্ধপরিষ্কার। সমগ্র বর্গীকরণ পদ্ধতিকে সহজলভ্য ও কার্যকরী করে তোলার ব্যাপারে, এর গুণগত মানবৃদ্ধির ব্যাপারে এবং সাম্প্রতিক বিশ্বের কম্পিউটার পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে ইউডিসিসি বিরাট এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এই মর্মে সাম্প্রতিক কালের দুটি ঘটনার কথা স্মরণযোগ্য। প্রথম ঘটনা হল—টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর ডেভিড স্ট্র্যাচেন (David Strachan)-এর পদত্যাগ। বহুদিন ধরেই তিনি ইউডিসি-র সম্পাদন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ফ্রিটস ওমেস (Frits Oomes)। 1992 সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা এটি। দ্বিতীয় সংঘটন 1993 সালের মার্চ মাসের। এ মাসেই সম্পূর্ণ হল মাস্টার রেফারেন্স ফাইল (এম আর এফ)। এটি হল যন্ত্রদ্বারা বর্গীকরণকে পাঠযোগ্য করে তোলার তথ্যভিত্তিক আয়োজন। অর্থাৎ কম্পিউটারের সাহায্য গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন। এর দ্বারা বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধিত হবে। পরিমার্জন পরিবর্ধন এবং সমগ্র সারণের কাজ এর দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে আরও সঠিক ও নিখুঁতভাবে। ইউডিসি এবার অবিরতই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে চলেছে অতি সহজেই। বর্গীকরণ পদ্ধতির সংবাদাদি, পরিবর্ধন-পরিমার্জনের প্রস্তাবিত দিকসমূহ, ব্যবহারকারীদের সুবিধে অসুবিধে ঘটিত মন্তব্যগুলি এবং সংশোধিত অংশ—সব এখন নব কলেবরে সন্নিবিষ্ট।

১৩.১১ মূল্যায়ন

প্রকৃতপক্ষে ইউডিসি-র গোড়াতেই কিছু গলদ রয়ে গেছে। দুর্বল কাঠামো পরিগৃহীত হওয়ায় এবং সজ্জাতিবিহীন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করায় শুরু থেকে ইউডিসি-কে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে। এফআইডি-র বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলির কাজকর্মও ছিল কেমন ছাড়াছাড়া। ঐচ্ছিক পদ্ধতিতে কাজকর্ম প্রায়শই বিচ্ছিন্নতার দোষকে আমন্ত্রণ করে আনে। ফলে বহু বর্গের মধ্যেই ব্যাপক তারতম্য এসে গেছে। ‘ইউনিভার্সাল ডেসিম্বল ক্লাসিফিকেশন’-এর ‘ইউনিভার্সাল’ কথাটি আদর্শের দিক থেকে পিকাসোর ছবির মতো ত্রিমাত্রিক। বিশ্বজনীনতা এখানে সমস্ত দেশকে নিয়ে, সমস্ত জ্ঞানকে নিয়ে, বিভিন্ন প্রত্যয়কে নিয়ে। কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি নামেই মাত্র বিশ্বজনীন। কখনোই বিশ্বজনীনতার পর্যায়ে উঠবার জন্য নীতি এ পদ্ধতিতে পাওয়া যাবে না। ফলে এ পদ্ধতির যতসংখ্যক ব্যবহারকারী ঠিক তত সংখ্যক এর ব্যাখ্যা। তবে সাম্প্রতিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার আশ্বাস দিয়েছে ইউডিসি। এবার ইউডিসি-র নব কলেবর প্রাপ্তি। ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারগুলির কাছে এ এক বিপুল আশ্বাস।

১৩.১২ অনুশীলনী

১। ইউ.ডি.সি-র সাধারণ সহায়িকা ছক ও বিশেষ সহায়িকা ছকের প্রভেদ বর্ণনা করুন।

- ২। ইউ.ডি.সি-র মধ্যম সংস্করণের নিবেশ পদ্ধতির ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। মধ্যম সংস্করণের স্বাধীন ও পরাধীন সহায়ক ছকগুলি আলোচনা করুন।
- ৪। কোন্ ধরনের গ্রন্থাগারে ইউ.ডি.সি-র ব্যবহার করা যায় ?
- ৫। ইউ.ডি.সি-র ডবল কোলনের ব্যবহার দেখান।

১৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

1. Foskett. A. C. : The Universal Decimal Classification : The history, present status and future prospects of a large general classification scheme. London, Clive Bingley, 1973.
2. UDC English abridged edition (BS 1000A : 1961). London, BSI, 1961.
3. UDC International medium edition—English text (BSI 1000M : 1985). London BSI, 1985/1988.